# ৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

## আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

**লেকচার: ০১**

**টপিক:**
সিলেবাস আলোচনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূমিকা, পরিধি ও তাৎপর্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংযোগ ও সম্পর্ক।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

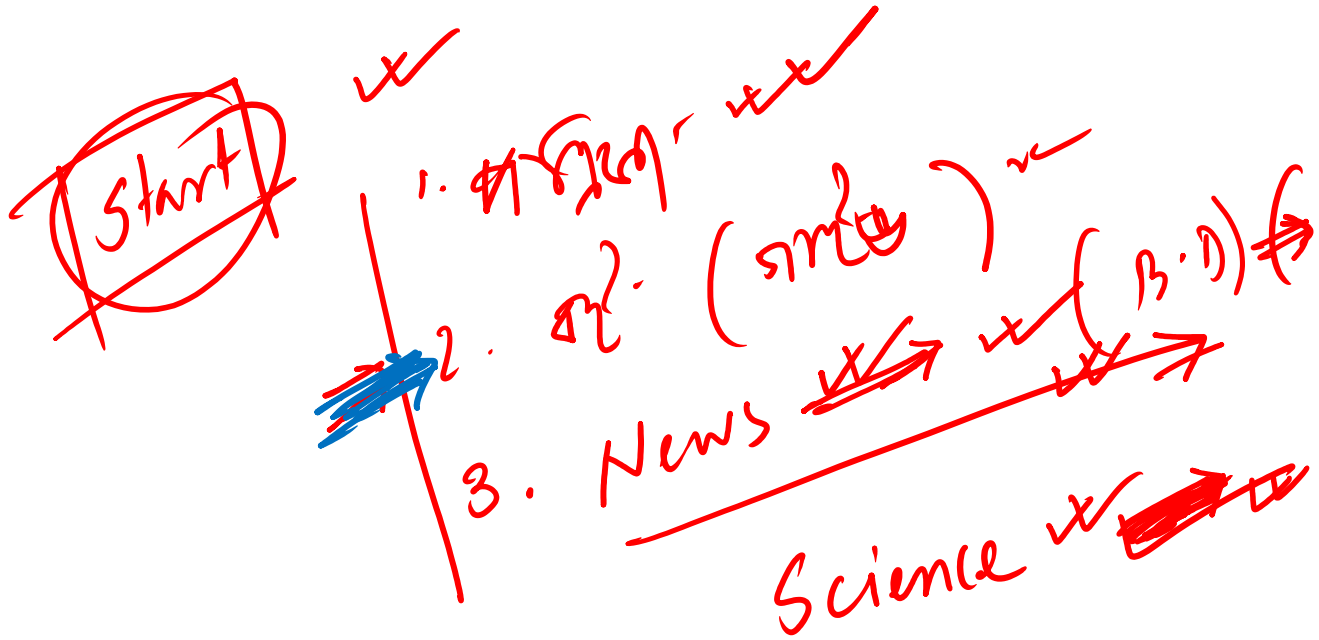
Start
1.
2.
3. News
Science

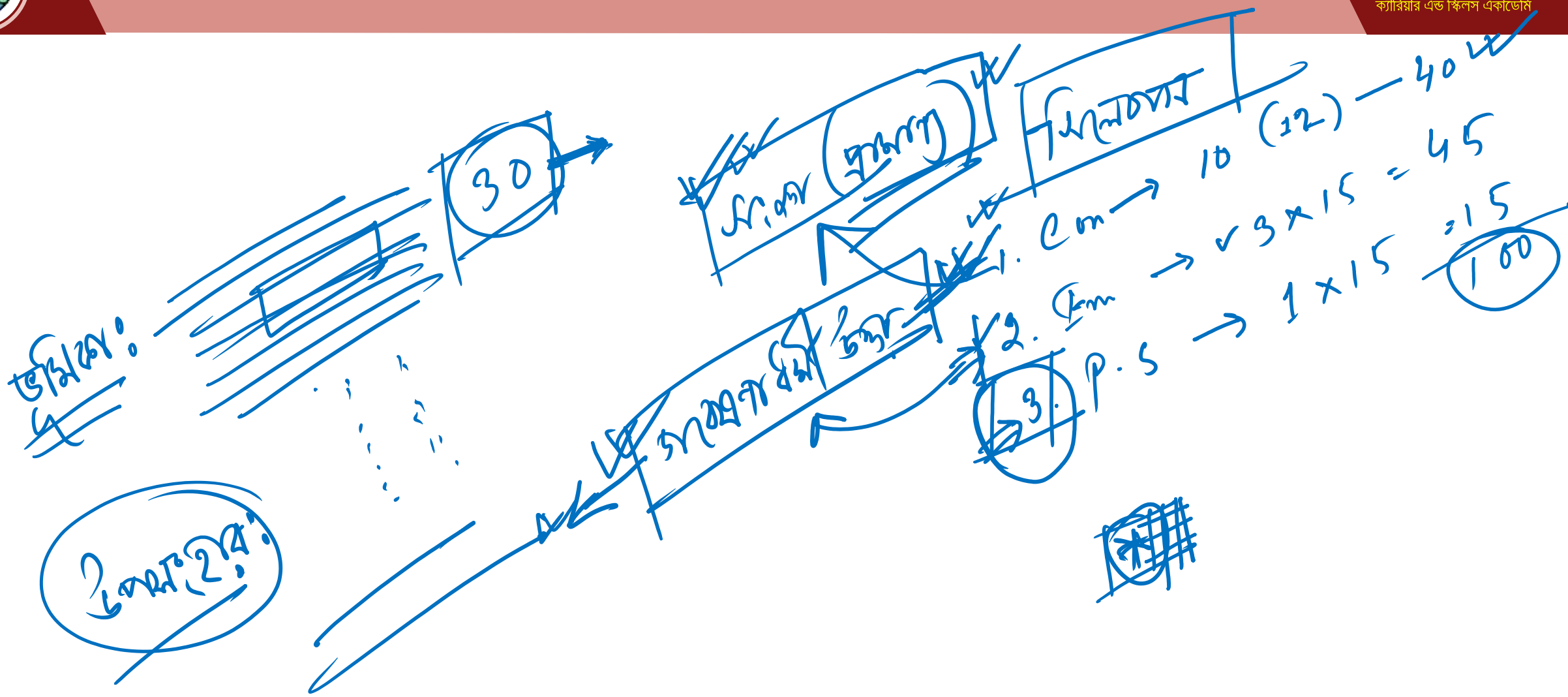

ভূমিকা:

30

সাধারণ প্রশ্ন

সিলেবাস

1. Cm → 10 (12) — 40

2. Fcm → 3×15 = 45

3. P.S → 1×15 = 15

100

উপসংহার:

# INTERNATIONAL AFFAIRS (COMPULSORY)

Subject Code: 007

Total Marks 100

## Brief Description

International Affairs is a compulsory paper for candidates of competitive examinations under the Public Service Commission, Bangladesh and applicable to both general and professional cadre. This paper deals with conceptual issues and actors in the study of international affairs. It starts with a basic understanding of international affairs, its nature and evolution. It focuses on both conceptual and empirical issues in international affairs. Under this paper basic concepts and theories such as power, balance of power, realism, liberalism/neo-liberalism, foreign policy, security, trade, and environment will be addressed. The empirical focus of the paper is on understanding bilateral and multilateral relations, processes, functions, and politics of regional and global institutions. The paper is divided into two sections: conceptual and empirical issues.

## Objective

The paper strives to understand a basic knowledge about international affairs. It aims to examine whether the candidates are well equipped with the key concepts, perspectives and theories for explaining global phenomena to deal with policy matters effectively. Another purpose of the paper is to examine analytical capacity of the candidates about global issues and events that are closely linked with domestic arena.

## Proposed Distribution of Marks:

1. Short Conceptual Notes : 10 out of 12 — 10 × 4 =40

2. Analytical Questions: 3 out of 4 questions — 3 × 15 =45

3. Problem-solving question — 1 × 15 =15

## Section A: Conceptual Issues

1. **Introduction to International Affairs:** Significance of international affairs; meaning and scope of international affairs; linkage between international affairs and international politics.
2. **Actors in the World:** Modern state, types of state, sovereignty, non-state actors, international institutions, relations between state and non-state actors.
3. **Power and Security:** power, national power, balance of power, disarmament, arms control, geopolitics, terrorism.
4. **Major Ideas and Ideologies:** Nationalism, imperialism, colonialism, neo-colonialism, post-modernism, globalization and new world order.
5. **Foreign policy and Diplomacy:** concepts of foreign policy and diplomacy, decision-making process, determinants of foreign policy, diplomatic functions, immunities, and privileges.
6. **International Economic Relations:** International trade, free trade, protectionism, foreign aid, debt crisis, foreign direct investment (FDI), financial liberalization, regionalism, regionalization, North-South gap, global poverty, MDGs.
6. **Global Environment:** Environmental issues challenges, climate change, global warming, climate adaptation, climate diplomacy.

## Section B: Empirical Issues

1. **The United Nations System:** The UN and its organs, importance and limitations of the UN, Reforms of the UN, Role of the Security Council, UN Peacekeeping and peace-building functions, Human rights agenda, Environmental agenda, International Court of Justice, and Women empowerment.

2. **Foreign Relations of Major Powers:** USA, Russia, UK, China, France, Germany, India, Japan etc.

3. **Global Initiatives and Institutions:** World Bank, IMF, ADB, G8, G-77, WTO, Kyoto Protocol, COP etc.

4. **Regional Institutions**: SAARC, BIMSTEC, EU, ASEAN, NATO, APEC, OIC, AU, GCC.

5. **Major Issues and Conflicts in the World**: The Palestine Problem, the Arab Spring, the Kashmir Issue, the Syrian Crisis, Persian Gulf Conflict, nuclear issue and Iran, the North Korean issue, territorial disputes in Southeast and East Asia, Nuclear proliferation and other contemporary issues.

6. **Politics in South Asia:** India-Pakistan relations, Bangladesh-India relations, regional integration, water dispute, border problems and terrorism.

7. **Bangladesh in International Affairs:** Major achievements, challenges, future directions.

## Section C: Problem-solving

The candidates may be asked to come up with an analysis of a problem and its solution on any aspect of global developments and security issues, such as trade, climate change, foreign aid, arms proliferation etc.

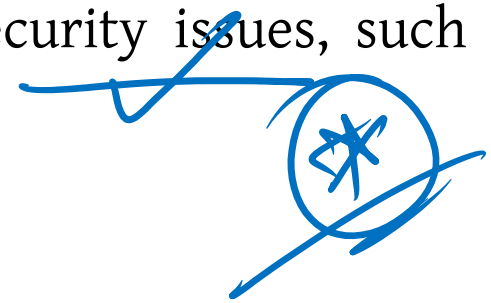

| | ক্র:নং | বিষয় | ৪৪তম | ৪৩তম | ৪১তম | ৪০তম | ৩৮তম | ৩৭তম | ৩৬তম | ৩৫তম | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section-A (Conceptual Issues) | ০১. | আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির পরিচিতি | - | - | ১ | - | ১ | ১ | - | - | ৩ |
| | ০২. | বিশ্বের কর্মসমূহ | ২ | ৪ | - | ২ | ৪ | ১ | ৩ | ৪ | ২০ |
| | ০৩. | ক্ষমতা ও নিরাপত্তা | ৪ | ২ | ৩ | ১ | ৫ | ১ | ১ | ৩ | ২০ |
| | ০৪. | প্রধান ধারণা ও মতবাদসমূহ | ২ | ২ | ২ | ১ | - | - | ১ | ১ | ৯ |
| | ০৫. | বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি | ১ | ২ | ১ | ২ | - | ২ | - | ১ | ৯ |
| | ০৬. | আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক | ১ | - | ২ | ২ | ২ | ৩ | ২ | ২ | ১৪ |
| | ০৭. | বৈশ্বিক পরিবেশ | - | - | ১ | ১ | - | ১ | - | - | ৩ |
| Section-C Problem Solving | ০৮. | সমস্যা সমাধান | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ১ | ৮ |
| | মোট | | ১১ | ১১ | ১১ | ১০ | ১৩ | ১০ | ৮ | ১২ | ৮৬ |

| | ক্র:নং | বিষয় | ৪৪তম | ৪৩তম | ৪১তম | ৪০তম | ৩৮তম | ৩৭তম | ৩৬তম | ৩৫তম | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section-B (Empirical Issues) | ০১. | জাতিসংঘ ব্যবস্থা | - | - | - | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ৭ |
| | ০২. | প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক | - | - | - | ৩ | - | ১ | ১ | - | ৫ |
| | ০৩. | বৈশ্বিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ | - | - | - | ১ | - | ১ | ৩ | - | ৫ |
| | ০৪. | আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ | - | ১ | - | - | - | ১ | ১ | - | ৩ |
| | ০৫. | বিশ্বের প্রধান সমস্যা ও দ্বন্দ্ব | ২ | ১ | ১ | ১ | ২ | ২ | ১ | ১ | ১১ |
| | ০৬. | দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি | ২ | ২ | ৪ | ১ | ২ | ২ | ১ | ২ | ১৬ |
| | ০৭. | আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ | - | ১ | ১ | ১ | ২ | - | - | ১ | ৬ |
| | | মোট | ৪ | ৫ | ৬ | ৮ | ৭ | ৮ | ৯ | ৬ | ৫৩ |

# ‘উত্তরণ’ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি লেকচার সূচি

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

| লেকচার | টপিক | আলোচ্য বিষয় | ডেইলি এক্সাম | | ইভ্যালুয়েশন টেস্ট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পূর্ণমান | নির্ধারিত সময় | পূর্ণমান | সময় | |
| | | | | | | অনলাইন | ফিজিক্যাল |
| লেকচার – ০১ | Section A: Conceptual Issues | সিলেবাস আলোচনা, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূমিকা, পরিধি ও তাৎপর্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংযোগ ও সম্পর্ক। | ৪০ | ৭৫ | ৬০ | ১১০ | ১০৫ |
| লেকচার – ০২ | | বিশ্বের সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী চলকসমূহ: আধুনিক রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রকারভেদ, সার্বভৌমত্ব, অ-রাষ্ট্রীয় কর্ম, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় কর্মসমূহের মধ্যে সম্পর্ক।<br>শক্তি ও নিরাপত্তা: জাতীয় শক্তি, শক্তিসাম্য, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ, ভূ-রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদ। | ৪০ | ৭৫ | | | |
| লেকচার – ০৩ | | বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি: বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতির ধারণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, কূটনীতিকের কার্যাবলি, কূটনীতিকদের অব্যাহতি ও দায়মুক্তি।<br>আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মুক্ত বাণিজ্য, সংরক্ষণবাদ, বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ সংকট, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই), আর্থিক উদারীকরণ, আঞ্চলিকতা ও আঞ্চলিকরণ, নর্থ -সাউথ গ্যাপ, বৈশ্বিক দারিদ্র্য, এমডিজি। | ৪০ | ৭৫ | | | |
| লেকচার – ০৪ | | প্রধান ধারণা ও মতবাদ: জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নব্য উপনিবেশবাদ, উত্তর আধুনিকতাবাদ, বিশ্বায়ন ও নয়া বিশ্বব্যবস্থা।<br>বৈশ্বিক পরিবেশ: পরিবেশগত ইস্যু ও চ্যালেঞ্জ, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু অভিযোজন ও জলবায়ু কূটনীতি। | ৪০ | ৭৫ | | | |

# ‘উত্তরণ’ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি লেকচার সূচি

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

| লেকচার | টপিক | আলোচ্য বিষয় | ডেইলি এক্সাম | | ইভ্যালুয়েশন টেস্ট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পূর্ণমান | নির্ধারিত সময় | পূর্ণমান | সময় | |
| | | | | | | অনলাইন | ফিজিক্যাল |
| লেকচার – ০৫ | Section B: Empirical Issues | জাতিসংঘ ব্যবস্থা: জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংস্থা, জাতিসংঘের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা, জাতিসংঘের সংস্কার, জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিলের ভূমিকা, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যাবলি, অভিবাসনের ধাপ ও গণহত্যা নিয়ন্ত্রণ/আইন, SDG নিশ্চিত করার চ্যালেঞ্জসমূহ, উন্নয়নশীল দেশগুলোর LDC থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ, মানবাধিকার এজেন্ডা, পরিবেশগত এজেন্ডা, আন্তর্জাতিক বিচার আদালত এবং নারীর ক্ষমতায়ন।<br>দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি: ভারত – পাকিস্তান সম্পর্ক (কাশ্মীর সংকট), দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত – চীন দ্বন্দ্ব, ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক (আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি, পানি বণ্টন সমস্যা, সীমান্ত সমস্যা ও বাণিজ্য ভারসাম্য এবং বাংলাদেশ – মিয়ানমার সম্পর্ক। | ৪৫ | ৮৫ | ৬০ | ১১০ | ১০৫ |
| লেকচার – ০৬ | | বিশ্বের প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক-১: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য বৃহৎ শক্তির বৈদেশিক সম্পর্ক (রাশিয়া, চীন), ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো–বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পার্থক্য (মুসলিম দেশসমূহের সাথে)<br>বিশ্বের প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক-২: চীনের পররাষ্ট্রনীতি (যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সাথে), নিউ সিল্ক রোড নীতি, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি, মুক্তার মালা নীতি এবং অন্যান্য (যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে) | ৪৫ | ৮৫ | | | |

# ‘উত্তরণ’ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি লেকচার সূচি

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

| লেকচার | টপিক | আলোচ্য বিষয় | ডেইলি এক্সাম | | ইভ্যালুয়েশন টেস্ট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পূর্ণমান | নির্ধারিত সময় | পূর্ণমান | সময় | |
| | | | | | | অনলাইন | ফিজিক্যাল |
| লেকচার – ০৭ | Section B: Empirical Issues | বৈশ্বিক উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানসমূহ: বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ (IMF), এডিবি (ADB), জি-৮, জি-৭৭, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ব্রিকস (BRICS), এনডিবি (NDB), এআইআইবি (AIIB), কোভিড-১৯ সময়কালীন অর্থনৈতিক মন্দা থেকে পুনরুদ্ধার, কিয়োটো প্রোটোকল, কনফারেন্স অফ পার্টিস (COP) ইত্যাদি।<br>আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান: আরসিইপি (RCEP), বিমসটেক (BIMSTEC), সার্ক (SAARC), আসিয়ান (ASEAN) ও ওআইসি (OIC), ন্যাটো (NATO), এপেক (APEC), জিসিসি (GCC) এবং ইইউ (EU), কোভিড -১৯ পরবর্তী বিশ্ব ব্যবস্থা। | ৪৫ | ৮৫ | ৬০ | ১১০ | ১০৫ |
| লেকচার – ০৮ | | প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রধান সমস্যা ও সংঘাত: মধ্যপ্রাচ্য সংকট (জেরুজালেম, ইরান, সিরিয়া, ইয়ামেন, কুর্দিস্তান, সৌদি-ইরান সংঘাত)<br>দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী প্রধান সমস্যা ও সংঘাত:<br>(i) মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থান। (ii) আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া সংকট, (iii) ভূমধ্যসাগর সংকট (iv) বাণিজ্য যুদ্ধ এবং সমসাময়িক ইস্যু। | ৪৫ | ৮৫ | | | |
| লেকচার – ০৯ | | আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ: বড় অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা (১৯৭১-২০২১), বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি, সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি), উন্নয়নশীল দেশগুলোর LDC থেকে উত্তরণ। | ৪৫ | ৮৫ | | | |

# ‘উত্তরণ’ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি লেকচার সূচি

| লেকচার | টপিক | আলোচ্য বিষয় | ডেইলি এক্সাম | | ইভ্যালুয়েশন টেস্ট | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | পূর্ণমান | নির্ধারিত সময় | পূর্ণমান | সময় | |
| | | | | | | অনলাইন | ফিজিক্যাল |
| লেকচার – ১০ | Section C: Problem Solving | সমস্যা সমাধান–১: দ্বিপাক্ষিক, বহুপাক্ষিক, Land Boundary, অর্থনৈতিক ও গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। (বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, ভারত- বাংলাদেশ-আমেরিকা- চীন সম্পর্ক, আই এফ এম ঋণ, ইউক্রেন- রাশিয়া ইস্যু, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ।) | ৩০ | ৫৫ | ৪৫ | ৮৫ | ৮০ |
| লেকচার – ১১ | | সমস্যা সমাধান: প্রত্যার্পন ইস্যু, জেন্ডার ইস্যু, অভিবাসন ও শরণার্থী, জলবায়ু (Blue Economy, Covid-19, বৈশ্বিক মন্দা, রোহিঙ্গা সমস্যা, আন্তর্জাতিক শ্রম বাজার এবং বাংলাদেশ) | ৩০ | ৫৫ | | | |

01313-368615

# আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূমিকা

- **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের** পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথাবার্তা শুরু হলেও মূলত এর আলোচনা ব্যাপকতা লাভ করে **২য় বিশ্বযুদ্ধের** পরে। যেকোনো তত্ত্বের মত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের মূল কাজ হল বহির্বিশ্বের মধ্যকার সম্পর্ক সমূহের বাখ্যা, বর্ণনা এবং অনুমান করা।

- "The study of international relations is mainly concerned with the study of actions, reactions and interactions among certain entities, usually national states." – **Adi. H. Doctor**
অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

- "The core of international relation is international politics." – **Morgan Threw**
অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মর্মকথা হল আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

- "The study of international relations, like the world community itself, in transition." - **Palmer & Perkins**
অর্থাৎ, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন ও পরিবর্তনশীল।

- "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে রাষ্ট্রের সাম্যতা বুঝায়।" রাষ্ট্র এখানে Abstract Concept. তাই রাষ্ট্র বলতে সরকার বোঝায়।

# আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্তরসমূহ

## ব্যক্তিগত (Individuals)

- Personality
- Perception
- Activities
- Choices

## আন্তর্জাতিক (International)

- Normos/Rules
- Alliances
- Intergovernmental Organization
- Multinational Co-operations

## জাতীয় (National)

- Government
- Economy
- Interest Group
- National Interest

Actor

# আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়

- সার্বিক বিকাশ
- রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া
- সমাজব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা
- বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা
- পররাষ্ট্রনীতি
- ভৌগোলিক সহ-অবস্থান
- সার্বভৌমত্ব
- শক্তির ভারসাম্য
- কূটনীতি
- যুদ্ধ
- সমঝোতা ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক
- সাংস্কৃতিক যোগাযোগ
- দ্বন্দ্ব
- সহযোগিতা
- অর্থনীতি
- সমতা ও ন্যায়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

➲ **আন্তঃরাষ্ট্রীয় আচরণ হতে পারে ২ রকম।**

১. দ্বন্দ্বমূলক আচরণ

২. সহযোগিতামূলক আচরণ।

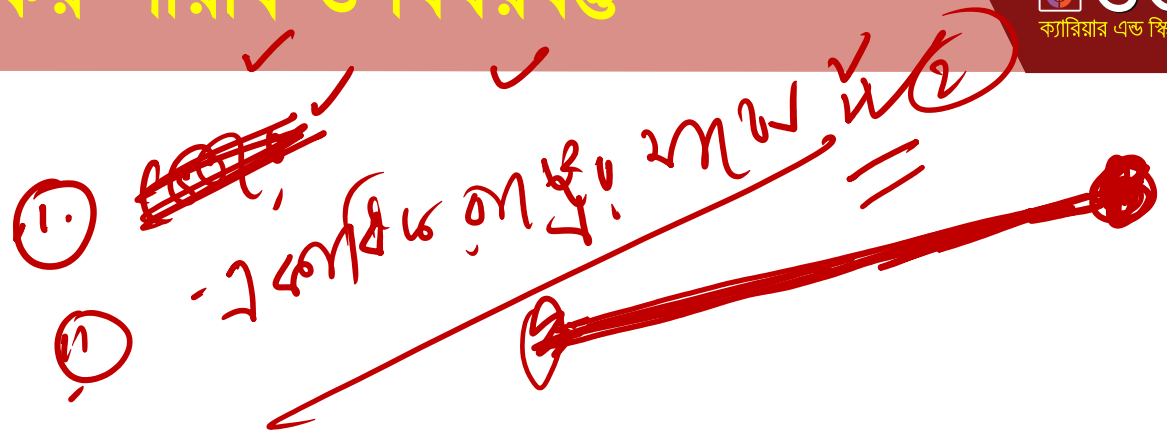

❖ রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের সার্বিক বিকাশের নিমিত্তে **সুসম্পর্ক গড়ে** তুললে সেটা যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় তেমনি স্বার্থের সংঘর্ষ দেখা দিলে নিজেদের মধ্যে **তিক্ততা গড়ে ওঠে** এবং সেটাও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে যুক্ত হয়।

❖ সঙ্কটের মোকাবেলার জন্য **জোট তৈরি** এবং সঙ্কট মিটিয়ে ফেলার জন্য **চুক্তি করাও** আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তু।

❖ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভেতর জাতি বা রাষ্ট্রসমূহের **মিথস্ক্রিয়া** যুক্ত ।

❖ বেসামরিক, অর্থনৈতিক, বহুজাতিক সংস্থা, গেরিলা সংগঠন প্রভৃতির কার্যক্রমও এর অন্তর্ভুক্ত।

❖ বিজ্ঞানীরা বা ব্যবসায়ীরা যে সমস্ত **সংগঠন** গড়ে তোলে সে সমস্ত সংগঠনও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আওতাভুক্ত।

# আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু

- আজকের দিনে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক **যুদ্ধের হাত থেকে মানবজাতিকে নিষ্কৃতি** দেবার সংকল্পের আলোচনা।
- **সাংস্কৃতিক** ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন আদান-প্রদান তথা বিশ্বায়ন প্রতি কল্যাণে সবধরনের যোগাযোগ ক্রমশ বাড়ছে। এ সবকিছুই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো **পররাষ্ট্রনীতি**।
- বিভিন্ন রাষ্ট্রের **জাতিগত** গঠন, **ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ধর্ম বা মতাদর্শ** আদৌ এক নয়। তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে এই সমস্ত পার্থক্য নিয়ে বিশদ আলোচনা করতে হয়।
- বিভিন্ন মহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে **বৃহৎ ও অতিবৃহৎ** শক্তিসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

- **সমকালীন ঘটনাবলির বিশ্লেষণ, বিভিন্ন ঘটনাবলির** মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ এবং তাদের মূল্যায়নই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে স্থান লাভ করে।
- সংঘর্ষ ও সহযোগিতাকে বাস্তব সত্য মেনে নিয়ে **সমাজের বিকাশের নানা দিকগুলোকে কীভাবে উন্মোচিত** করা যায় তার আলোচনা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক করে।
- **পারমাণবিক নিবারণ, পারমাণবিক কৌশল, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ এবং সন্ত্রাস** । এই বিষয়গুলোর সাথে শক্তির রাজনীতিকে সংশ্লিষ্ট করে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে।
- বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো **বিকাশশীল দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকে কব্জার** মধ্যে আনার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্পদশালী দেশগুলা উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্রুত বিকাশ সাধনের জন্য প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছে। কিন্তু **খুব অল্প** ক্ষেত্রে এ সমস্ত সাহায্য একেবারে **শর্তহীন হচ্ছে**। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এ বিষয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে।

❖ **ভিনসেন্ট বেকার- সাতটি বিষয়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করেন। এগুলো হলো–**

১. আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি এবং এর প্রধান শক্তিসমূহ

২. জাতীয় শক্তির সীমাবদ্ধতা এবং নিয়ন্ত্রণ

৩. আন্তর্জাতিক জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠন

৪. **এক বা বহু রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি**

৫. জাতীয় স্বার্থরক্ষা করার জন্য কৌশলসমূহ

৬. জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ

৭. সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ইতিহাস এবং অন্যান্য উপাদানসমূহের পটভূমিকা রূপে ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ

❖ **গ্রেসন কার্ক (Grayson Kirk)- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়রূপে মোট পাঁচটি বিষয় যুক্ত করেন। সেগুলো হলো–**

১. রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতি ও পরিচালনা

২. রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহ

৩. বৃহৎশক্তিগুলোর আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং তাদের বৈদেশিক নীতি

৪. আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস

৫. একটি স্থায়ী এবং সুসংহত বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করা

# আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসারিত হওয়ার কারণ



- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তন
- জাতীয় শক্তির ধারণা
- উদ্ভূত জটিল বিশ্বব্যবস্থা
- জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণ
- রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি
- ব্যাপক প্রচারণা
- আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি
- পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন
- যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

NATO

- **বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যানস জে. মরগ্যানথু তাঁর 'Politics Among Nations' গ্রন্থে বলেছেন,** 'International politics like all politics is a struggle for power, whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim' অর্থাৎ "আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো সকল রাজনীতির মতো ক্ষমতার লড়াই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য যাই-ই হোক না কেন ক্ষমতা অর্জন হচ্ছে এর আশু এবং তাৎক্ষণিক লক্ষ্য।"
- **অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড এবং লিংকন আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,** "The contacts and associations among the governments of the different states of the world from the basis and the substance of international relations and world politics" অর্থাৎ "বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারসমূহের মধ্যে যোগাযোগ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনজনিত সম্পর্কই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভিত্তি ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ করে। এসকল রাষ্ট্রের বিভিন্ন নীতিমালার পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই হচ্ছে আন্তর্জাতিক রাজনীতি।"
- **পামার ও পারকিন্স এর মতে,** "আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও কূটনীতি নিয়ে আলোচনা করে।"

সুতরাং আমরা বলতে পারি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি মূলত ক্ষমতার রাজনীতি যেখানে জাতীয় স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে ব্যবহারিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্য বিষয়ের উপর হ্যানস জে. মরগ্যানথু তাঁর 'Politics Among Nations' গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দেন। তার বর্ণনায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্যসূচিভুক্ত বিষয়সমূহ হলো:

| | |
|---|---|
| ১. আন্তর্জাতিক রাজনীতির তত্ত্ব ও প্রয়োগ; | ৯. আন্তর্জাতিক আইন; |
| ২. ক্ষমতার লড়াই; | ১০. রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব; |
| ৩. সাম্রাজ্যবাদ; | ১১. আন্তর্জাতিক সংগঠন (লীগ অব নেশনস এবং জাতিসংঘ); |
| ৪. কূটনীতি; | ১২. কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও শান্তি; |
| ৫. রাজনৈতিক মতাদর্শ; | ১৩. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন; |
| ৬. শক্তির ভারসাম্য, কাঠামো ও পদ্ধতি; | ১৪. নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি; এবং |
| ৭. আন্তর্জাতিক নৈতিকতা; | ১৫. নিরাপত্তা ও যৌথ নিরাপত্তা। |
| ৮. বিশ্ব জনমত; | |

# আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক

আন্তর্জাতিক রাজনীতি বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি জটিল রূপ। এটি কিছু নির্দিষ্ট ও কিছু পরিবর্তনশীল উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক উপাদানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো –

- **ভৌগোলিক অবস্থান :** আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। Morgantheau-এর মতে "ভূগোল সবচেয়ে স্থায়ী উপাদান, যার উপর কোনো দেশের শক্তি নির্ভর করে"। একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি ভৌগোলিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন, সমুদ্র বেষ্টিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য তার শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হয়েছিল তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই। এছাড়া একটি দেশের আয়তন, আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

- **প্রাকৃতিক সম্পদ:** প্রাকৃতিক সম্পদ আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার। **অধ্যাপক প্যাডেল ফোর্ড ও লিঙ্কন এর মতে,** 'একটি দেশের শক্তি-সামর্থ্য প্রধানত তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখল অথবা অভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।' সৌদি আরব, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব রাজনীতির অন্যতম প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।
- **শিল্প:** শিল্প শক্তিকে যথাযথ ব্যবহার করা ব্যতীত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো দেশ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় ইংল্যান্ড বিশ্ব রাজনীতির প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিল তাদের শিল্প বিপ্লবের পরেই। আফ্রিকা মহাদেশে ব্যাপক প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তারা বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না কারণ তারা তাদের সেই সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করতে পারছে না।
- **সামরিক শক্তি:** বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় সামরিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রই বিশ্ব রাজনীতির হর্তাকর্তা। আধুনিক যুগে সামরিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত দিক থেকে শক্তিশালী না হলে নিজেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সামরিক অস্ত্রের দিক থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোকে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলো সর্বদা সমীহ করে থাকে। যেমন- ভৌগোলিকভাবে ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও ইসরায়েল তাদের সামরিক শক্তির প্রভাবে বিশ্ব রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

- **নেতৃত্ব ও যোগ্যতা:** যোগ্য ও দক্ষ নেতৃত্ব একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা পালন করে, যথার্থ দক্ষ ও কার্যকর নেতৃত্ব ব্যতীত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেকে সুসমন্বিত করে তোলা সম্ভব নয়। কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ, ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক বিকাশ, মানবিক সম্পদ, সামরিক দক্ষতা প্রভৃতি জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহকে কখন এবং কীভাবে প্রয়োগ করা হবে তা পরিপূর্ণরূপে নির্ভর করে জাতীয় নেতৃত্বের দক্ষতা ও কর্মকুশলতার উপর।
- **কূটনৈতিক সক্ষমতা:** কূটনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র বিশ্বের যেকোনো পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম। কাতার তার কূটনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমেরিকা ও আফগানিস্তানের দীর্ঘদিনের যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে চীন চির বৈরী ইরান ও সৌদি আরবের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি করার তৎপরতা চালাচ্ছে তার কূটনৈতিক শক্তি প্রয়োগ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার অন্যতম হাতিয়ার হলো কূটনৈতিক শক্তি।
- **সংস্কৃতি:** সংস্কৃতির বিনিময় এবং বিকাশের মাধ্যমেও বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যে দেশের সংস্কৃতির বিকাশ যত বিস্তৃত জনমত ও রাজনীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা সে দেশের তত বেশি। সাংস্কৃতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবেও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

- **তথ্য প্রযুক্তি:** বর্তমান বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র চূড়ান্তভাবে তথ্য প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিককালে যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে তার মূল বক্তব্য হলো তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থনীতি ও শিল্পের বিকাশ। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় তথ্য প্রযুক্তিতে শক্তিশালী রাষ্ট্রই বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রকের প্রধান ভূমিকায় অগ্রসর হচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের সব উপাদানের গুরুত্ব একই রকম না হলেও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি উপাদান আরেকটির সহায়ক হিসেবে কাজ করে এবং বিশ্বরাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

# আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান লক্ষ্য হলো জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। এছাড়াও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে একটা দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নিম্নে দেওয়া হলো–

- **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি:** পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা দেশ সম্পূর্ণ ভাবে চলতে পারে না। তাই সুষ্ঠভাবে চলার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বর্তমানে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ফলে বিভিন্ন দেশ পরস্পর থেকে বিভিন্ন সহযোগিতা পেয়ে থাকে। যেমন: কোনো একটি দেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক ভাবে সমস্যার সম্মুখীন হলে তা দ্রুত সময়ের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রত্যয়।

- **পারস্পরিক নির্ভরশীলতা:** পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পণ্য পরিবহন, যোগাযোগ, প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি, তথ্য প্রযুক্তির আদান প্রদান ইত্যাদি সুবিধা অর্জনের জন্য এক দেশ অন্য দেশের সাথে আনুষ্ঠানিক (যেমন- চুক্তি, ট্রানজিট ইত্যাদি) বা অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।

# আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব

- **জাতীয় স্বার্থ রক্ষা:** আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূল লক্ষ্য হলো জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। প্রতিটি দেশ যখন অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে তখন মূলত নিজেদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষার প্রতি বেশি গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। শক্তির যথার্থ প্রয়োগ, অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা যায় তাই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়।

- **আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা:** আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং চুক্তি ও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে সামরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। সামরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি ও সহজে বিরোধের সমাধান করার সক্ষমতা একটা দেশের বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

- **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য:** অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন দেশ নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করছে। বাণিজ্য সহজিকরণ, শুল্ক বাধাসহ অন্যান্য বাধা দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

# আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব

- **শ্রম, পণ্য, মূলধন, প্রযুক্তির প্রবাহ:** বর্তমান বিশ্বে উন্নতির অন্যতম মাধ্যম হলো তথ্যপ্রযুক্তি, মূলধন ও শ্রম। উন্নয়নের এসব উপাদানের যোগান ও প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিকল্প নেই। যেমন- বাংলাদেশকে অতিরিক্ত শ্রম রপ্তানি, তথ্যপ্রযুক্তির আমদানি, এবং পণ্য ও মূলধনের প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়।

- **সাংস্কৃতিক আদান প্রদান:** আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ফলে বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পায় এবং উক্ত দেশগুলোর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিষয়ের আদান-প্রদান ঘটে। ফলে দেশগুলোর মধ্যে পর্যটন, বাণিজ্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

- **আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি:** আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটা দেশের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। যেমন- চীন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের ভালো সম্পর্ক থাকার ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের দরকষাকষির সক্ষমতা ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব অপরিসীম। অন্যান্য দেশের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা একটা দেশের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

# আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বসমূহ

# বাস্তববাদ (REALISM)

বাস্তববাদ হলো এমন এক মতবাদ যেখানে রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা অর্জনের জন্য যেকোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণকে নায্য মনে করা হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো ধরনের নীতি নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশ্লেষণমূলক বাস্তববাদী তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

হ্যানস জে মরগেনথাউ হলেন আধুনিক বাস্তববাদের মুখ্য প্রবক্তা। অধ্যাপক মরগেনথাউ তাঁর রচিত 'Politics Among Nations' গ্রন্থে এই মতবাদের বিষয়বস্তু এবং লক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'International politics, like all politics is a struggle for power' (আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো ক্ষমতার লড়াইয়ের রাজনীতি)। তবে পূর্বের বিভিন্ন দার্শনিকদের মতবাদ থেকে বাস্তববাদ বিষয়ে আরও ধারণা পাওয়া যায়। যেমন –

- Thucydides তাঁর The History of Peloponnesian War গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "The strong do what they wish while the week suffer what they must."
- Niccolo Machiavelli তাঁর *The Prince* বইয়ে লিখেছেন, "রাষ্ট্রের স্বার্থ ব্যক্তি মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় আরেক রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালানোও অন্যায় নয়।"
- কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' উপদেশ দিয়েছেন, কোনো রাজা যদি প্রতিবেশী রাজ্য দ্বারা ভীতির শিকার হন তবে কোনো উৎসব, বিবাহ অথবা হাতি শিকারে যোগদানের ছলে তাঁর নিজ এলাকায় আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে বন্দি করবেন, এমনকি তাকে হত্যাও করতে পারেন।

বাস্তববাদী বিশ্বাসের মর্মমূলে আছে Anarchical Society বা বিশৃঙ্খল সমাজের ভাবনা। বাস্তববাদে আমরা মনে করি মানুষ মানেই খারাপ, আক্রমণাত্মক, যুদ্ধাপরায়ন ইত্যাদি।

নৈরাজ্যবাদ একটি রাজনৈতিক দর্শন যেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। এই দর্শনানুসারে রাষ্ট্র মানুষ ও সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কোনো সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক নেই। প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এক অনিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলায় থাকে। আদি মানব সমাজ সম্পর্কে Thomas Hobbes এর মতবাদের মতো-

The condition of man is a condition of war of everyone against everyone. -Thomas Hobbes, Leviathan.

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদেশ প্রদান ও শাস্তি বিধানের সার্বভৌম ক্ষমতা কারো হাতেই নেই। বাস্তববাদ এই বিষয়টিকে মেনে নিয়েই দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করে। বাস্তববাদীরা বলতে চায় যে, এই বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়েই রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের ওপর প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয় ও ক্ষমতার চর্চায় আবদ্ধ হয়।

# উদারতাবাদ (LIBERALISM)

রেনেসাঁ পরবর্তী Age of Enlightenment দর্শনের সৃষ্টি উদারতাবাদ। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দিনশেষে একটি মানবিক কর্মকাণ্ড ও মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও সংঘাতের সর্বজনীন সীমারেখার বাইরে এর অবস্থান হতে পারে না। উদারতাবাদের অগ্রপথিক হলেন জেমস মির, জেরেমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ।

উদারতাবাদের সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দিতে পারেননি। সাধারণভাবে উদারতাবাদ এমন এক মতবাদ যা ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উদারতাবাদ মানুষের রাজনৈতিক জীবনেই সীমিত নয় বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে। **অধ্যাপক হ্যালোয়েলের মতে,**

"উদারতাবাদ শুধুমাত্র একটি চিন্তাধারা নয়, এটি একটি জীবনদর্শনও বটে।"

অনেকে একে অবাধ পুঁজি ও ধনতান্ত্রিক বিকাশের মতাদর্শিক আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার একটা পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো Game Theory। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অনেক সময় একটা গেম এর সাথে তুলনা করে একটি গাণিতিক মডেল (Model) এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। ১৯২১ সালে ফরাসি গণিতবীদ এমিল বোরেল সর্বপ্রথম গেম থিওরির একটি মডেল উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে জন ভন নিউম্যান এই থিওরির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী John Nash তার 'নন কো-অপারেটিভ গেম' গবেষণার মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কে গেম থিওরির মূল বক্তব্য হলো, দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে প্রাপ্ত অনেকগুলো ফলাফল হতে এমন একটি ফলাফল পছন্দ করা যাতে কেউই ক্ষতিগ্রস্থ না হয়ে উভয়ই সর্বোচ্চ লাভবান হয়।

**রবার্ট জে লিবারের মতে** "আন্তর্জাতিক রাজনীতির দরকষাকষি এবং দ্বন্দ্বের বিশেষ বিশ্লেষণই ক্রীড়াতত্ত্ব।"

ক্রীড়াতত্ত্ব হলো দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক প্রতিযোগী নিজের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে সচেষ্ট হওয়া।

অর্থাৎ ক্ষতির শিকার না হয়ে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করাই ক্রীড়াতত্ত্বের সফলতা। ক্রীড়াতত্ত্বকে দুটি মডেলের সাহায্যে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমটি হলো – চিকেন মডেল এবং অপরটি হলো প্রিজনার্স ডিলেমা মডেল।

# সিস্টেম তত্ত্ব (SYSTEM THEORY)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে সিস্টেম তত্ত্ব একটি বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত বিষয়। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যত ঘটনা ঘটে, তা আসলে এলোপাতাড়ি ঘটনা নয় বরং একটি সুশৃঙ্খল জটিল ব্যবস্থা বা সিস্টেম অনুসরণ করেই ঘটে-এটাই এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য। বিভিন্ন রাষ্ট্র মূলত তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা ও আদর্শের উপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আচরণ করলেও আন্তর্জাতিক সিস্টেম বা ব্যবস্থা রাষ্ট্রের আচরণে অনেক প্রভাব ফেলে। সিস্টেম তত্ত্বের উন্নয়নে যে কয়জন পণ্ডিত বিশেষভাবে ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে মরটন কাপলান অন্যতম।

কাপলান মূলত বিখ্যাত হয়ে আছেন আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কয়েকটি বিকল্প মডেল প্রণয়নের কারণে। তিনি আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ৬টি মডেল প্রদান করেছেন। এগুলো হলো:

(i) শক্তিসাম্য মডেল (The balance of power system.)
(ii) শিথিল দ্বিমেরু মডেল (The loose bipolar system)
(iii) কঠিন দ্বিমেরু মডেল (The Tight bipolar system)
(iv) বিশ্বজনীন মডেল (The Universal system)
(v) প্রধানশক্তি সম্বলিত মডেল (The Hierarchical International system.)
(vi) একক ভেটো মডেল (The unit veto system)

কাপলান দাবি করেছেন যে, তিনি তাঁর মডেলগুলো আন্তর্জাতিক সিস্টেম সমূহে কীভাবে রূপান্তর ঘটে তা বুঝার জন্য নির্মাণ করেছেন। তাঁর নির্মিত মডেল সমূহ আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাগুলোর বাস্তব উদাহরণের সাথে খুব ভালোভাবে মিলে যায়। শক্তিসাম্য মডেল যেমন বৃহৎ শক্তিসমূহের শক্তি সঞ্চয় করে কিন্তু যুদ্ধে জড়িয়ে না যাওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে আবার শিথিল দ্বিমেরু ব্যবস্থা NATO এবং Warsaw Pact এর মতো ব্লকগুলোর বিভিন্ন বিধি ও চলক বর্ণনা করে।

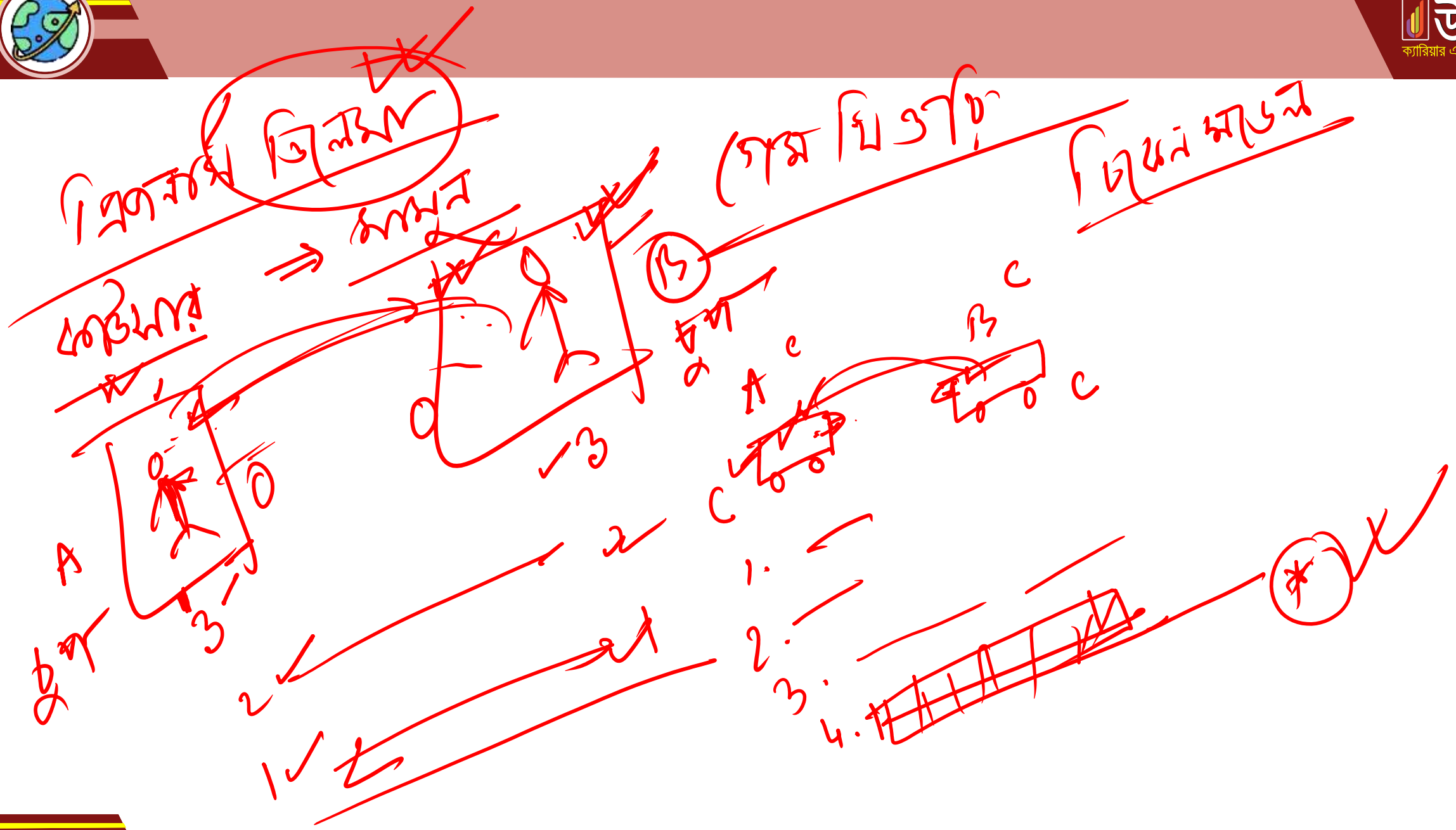

# গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব (DEMOCRATIC PEACE THEORY)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো কীভাবে নিজেদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে তার উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১৭৯৫ সালে ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) তার "Perpetual Peace: A philosophical sketch" গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই ধারণা প্রবর্তন করেন।

Democratic Peace তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো "Democracies almost never fight each other" অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়ায় না। Democracy + Democracy = Peace (or no war)। ইমানুয়েল কান্টের মতে, "বেশির ভাগ রাষ্ট্রই যুদ্ধে জড়াবে না যদি সেগুলো গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র হয়। কারণ উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চর্চার মাধ্যমে কোনো আগ্রাসী রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকবে না এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বজুড়ে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করবে।"

Democratic Peace theory কে কেন্দ্র করে মূলত ৩টি তত্ত্ব রয়েছে। যথা-

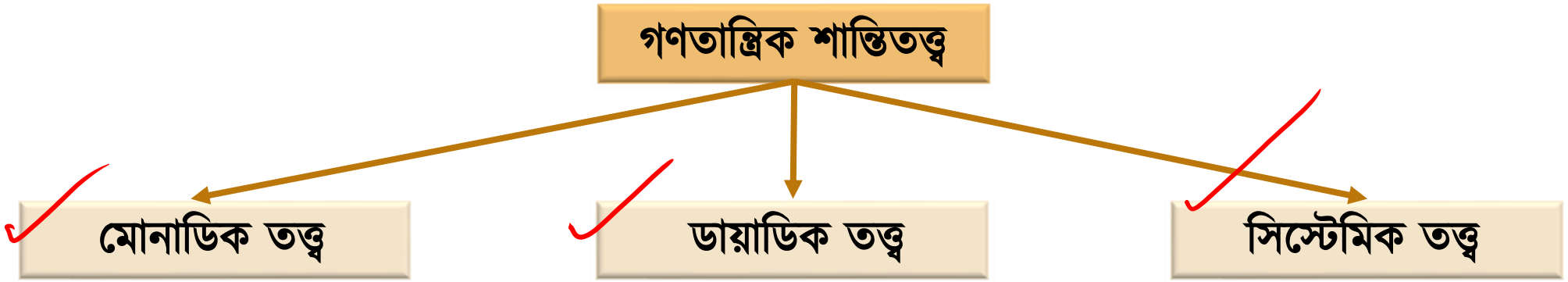

(i) **মোনাডিক (Monadic) তত্ত্ব:** এই তত্ত্বমতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অধিক শান্তিপূর্ণ এবং খুব সহজে অন্য রাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ বা সংঘর্ষে লিপ্ত হয় না।

(ii) **ডায়াডিক (Dyadic) তত্ত্ব:** এই তত্ত্বমতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের সাথে যুদ্ধে না জড়ালেও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

(ii) **সিস্টেমিক (Systemic) তত্ত্ব:** এই তত্ত্বমতে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পাবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তত বেশি শান্তিপূর্ণ হতে থাকবে।

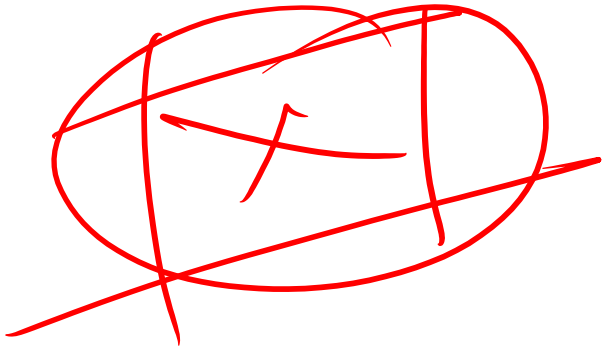

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন ১৯৯৩ সালে The Clash of Civilization থিসিসটি লিখেন। তাঁর থিসিসের পুরো নাম ছিল The Clash of Civilization: The Next Pattern of Conflict.

## ❖ হান্টিংটনের সভ্যতার দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত মতবাদ

তাঁর থিসিসের মূল কথা ছিল, ভবিষ্যৎ সংঘাতের চরিত্র হবে সভ্যতাভিত্তিক এবং এই সভ্যতা শক্তিশালী হবে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র এর ভিত্তিতে যার মূল উপাদান হবে ধর্ম। তাঁর এ মতবাদের মতে ভবিষ্যৎ সংঘাত হবে ইসলাম, চীন এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে। তিনি এই থিসিসে ইসলামকে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

হান্টিংটন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে ৮টি সভ্যতার কথা বলেছিলেন, যাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বেই একুশ শতকের রাজনীতি নির্ধারিত হবে।

❖ সভ্যতার সমূহ

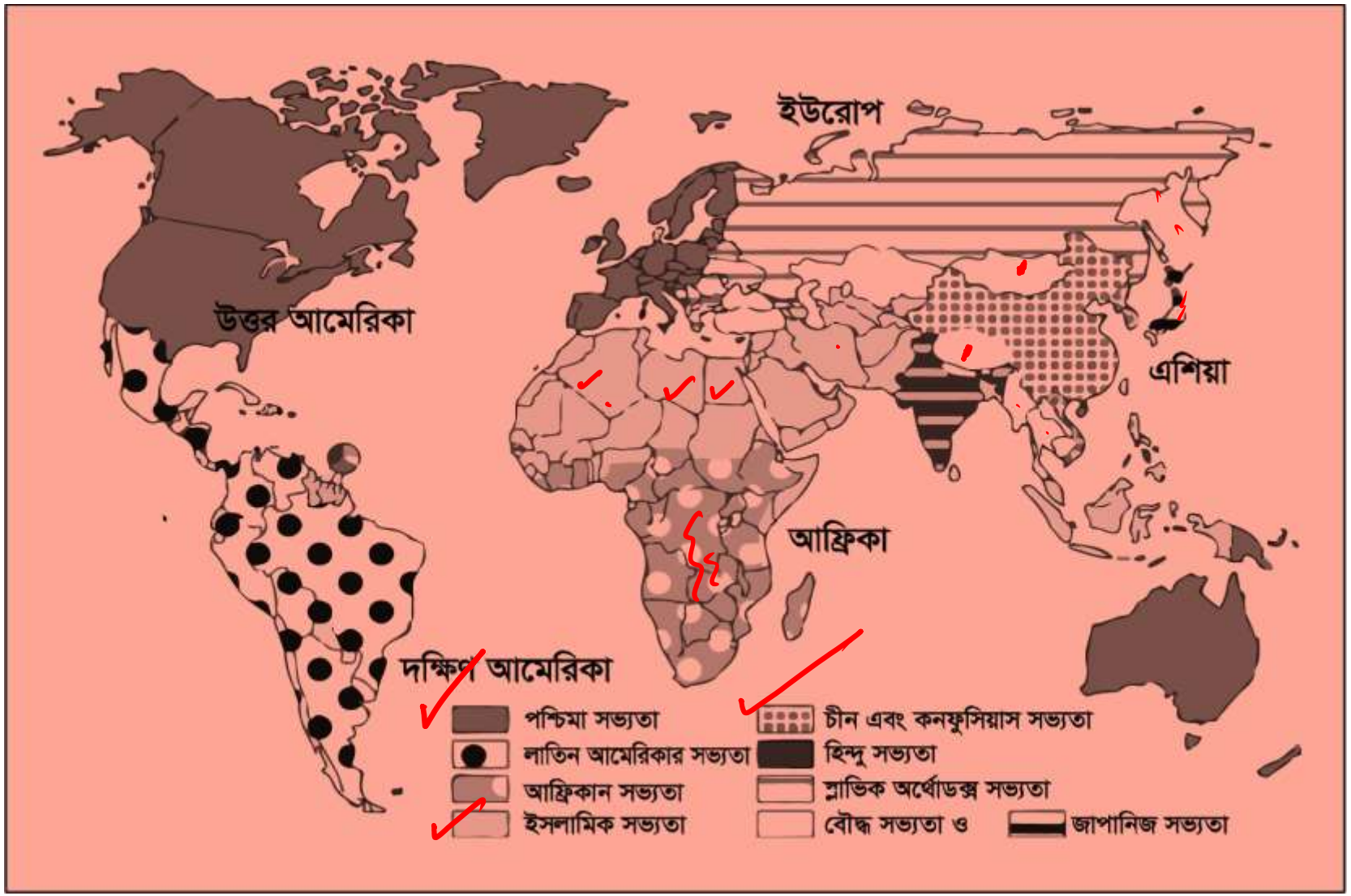
ইউরোপ
উত্তর আমেরিকা
এশিয়া
আফ্রিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
পশ্চিমা সভ্যতা
লাতিন আমেরিকার সভ্যতা
আফ্রিকান সভ্যতা
ইসলামিক সভ্যতা
চীন এবং কনফুসিয়াস সভ্যতা
হিন্দু সভ্যতা
স্লাভিক অর্থোডক্স সভ্যতা
বৌদ্ধ সভ্যতা ও
জাপানিজ সভ্যতা

১. **পশ্চিমা সভ্যতা:** ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড।

২. **চীন এবং কনফুসিয়াস সভ্যতা:** তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া বাদে চীন অর্থাৎ কনফুসীয় সভ্যতা।

৩. **জাপানিজ বা বৌদ্ধ সভ্যতা:** তিব্বত, মিয়ানমার, জাপান ও মঙ্গোলিয়া।

৪. **ইসলামি সভ্যতা:** সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঁচটি দেশ- (কাজাখস্তান, কিরগিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান), পাকিস্তান, কাশ্মীর, ইরাক, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার আরব দেশসমূহ, পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়া, তুরস্ক, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।

৫. **হিন্দু সভ্যতা:** ভারত (কাশ্মীর বাদে)।

৬. **স্লাভিক অর্থোডক্স সভ্যতা:** অর্থোডক্স খ্রিষ্টান, গ্রিস, রোম ও রাশিয়া।

৭. **লাতিন আমেরিকার সভ্যতা:** ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা।

৮. **আফ্রিকান সভ্যতা:** উত্তরের আরব অংশ বাদে বাকি আফ্রিকা অর্থাৎ কৃষ্ণ আফ্রিকা।

অধ্যাপক হান্টিংটন মনে করেন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নৈকট্যের কারণে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোকে উল্লিখিত ৮টি সভ্যতার ছত্রছায়ায় একত্র করবে এবং এদের মধ্যকার দ্বন্দ্বই বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তবে সভ্যতার এই দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হান্টিংটন অর্থনৈতিক জোট ও আঞ্চলিক শক্তিকে একবারে অস্বীকার করেননি। তিনি মন্তব্য করেন, "Economic regionalism may succeed when it is rooted in a common civilization" অর্থাৎ অর্থনৈতিক জোটগুলো সাফল্য লাভ করবে যদি সাংস্কৃতিক বন্ধনটা অটুট থাকে। এই সভ্যতার শ্রেণিবিভাজনের মধ্যে তিনটিকে তিনি বিশেষভাবে শনাক্ত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে তাঁর মতে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই তিনটি হচ্ছে :

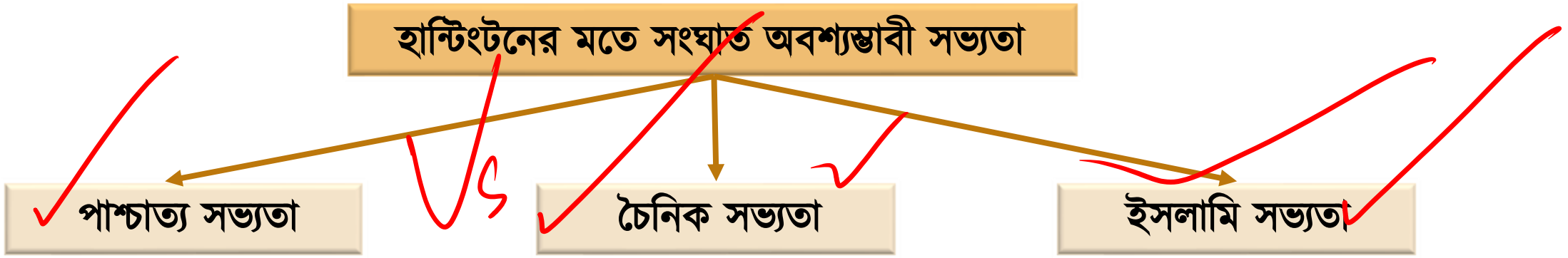

ক. **পাশ্চাত্য:** অর্থাৎ ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতি, যা ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রেনেসাঁ, খ্রিষ্টান ধর্মের সংস্কার সাধন ও সামাজিক কুসংস্কারাদি থেকে মুক্ত।

খ. **চৈনিক সভ্যতা:** আধুনিক পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী এই পাশ্চাত্য পক্ষের বিপরীত বা বিপক্ষে রয়েছে অন্য দুটি পক্ষ। এদের একটি কনফুসীয় সংস্কৃতি, যা চীনা ভাষাভাষী অঞ্চলে এখনো চালু আছে।

গ. **ইসলামি সভ্যতা:** পাশ্চাত্যের দ্বিতীয় এবং প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে ইসলামি সভ্যতা। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘাতই তার নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

- আন্তর্জাতিক সম্পর্কে anarchical society ধারণাটি আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস]
- বহুজাতিক রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? [৩৮তম বিসিএস]
- আঞ্চলিক [আঞ্চলিকতাবাদ] ও আঞ্চলিকরণের [আঞ্চলিকীকরণের] মধ্যে পার্থক্য কি? [৩৭তম বিসিএস]
- জাতিতাত্ত্বিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? [৩৬তম বিসিএস]
- সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কী? [৩৬তম বিসিএস]
- জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র (National State) বলতে কী বুঝায়? [৩৫তম বিসিএস]
- বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মূল চালিকাশক্তি (Driving forces of globalization) গুলো কী? [৩৫তম বিসিএস]

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

# BCS কঠিন নয়;
# প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি (https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy